সংবাদ পরিষেবা | ফেব্রুয়ারি ২০২৩

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

জৈব চাষে জোর, বরাদ্দ নামমাত্র

২৮/৪৪

সুব্রত কুণ্ডু

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০২৩-২৪ এর বাজেট বক্তৃতায় যা যা বলেছেন সে সব কাজে রূপান্তরিত করতে পারলে, ভারতে জৈব/প্রাকৃতিক চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। এই কাজ করার জন্য চাই অর্থ। আর সেই অর্থ বরাদ্দের কথা খুব খোলসা করেননি অর্থমন্ত্রী । ফলে আশংকা এই সরকারের কৃষি নিয়ে বেশিরভাগ ঘোষণার মতোই এই সব কথাও 'জুমলা' হয়ে যাবে না তো? চাষিরা তো ঘর পোড়া গরু তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।

২০২২-২৩ এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে ৪৪ লক্ষ ৩০ হাজার জন জৈব চাষি রয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটে বলা হয়েছে, আগামী ৩ বছরে ১ কোটি চাষিকে প্রাকৃতিক চাষাবাদ গ্রহণে সহায়তা করা হবে। কিন্তু কোন ম্যাজিকে এই সংখ্যা বাড়বে তার কোনো সদুত্তর বাজেট ভাষণে নেই। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দেশে প্রায় ৫৯ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর জমি জৈব চাষের অধীনে রয়েছে, যা মোট কৃষিকাজের এলাকার মাত্র ৪ শতাংশ।

আমরা জানি, গত কয়েক বছরে কেন্দ্র এবং কয়েকটি রাজ্যের সমস্ত বড় ঘোষণা সত্ত্বেও, রাসায়নিকমুক্ত চাষ এখনও মূলধারার চাষ হিসেবে স্বীকৃত হয়নি, সরকারের সদিচ্ছার অভাবে। কারণ সমস্ত আলোচনা সত্ত্বেও, জৈব বা প্রাকৃতিক চাষে বরাদ্দ, রাসায়নিক চাষের জন্য বরাদ্দের তুলনায় নগণ্য। এ বছরেও এর কোনো ব্যত্যয় হবে বলে মনে হয় না।

এর আগে মহা ধুমধাম করে ন্যাশনাল মিশন অন ন্যাচারাল ফার্মিং-এর কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে এর কী হবে তা নিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না, কারণ এবারের বাজেটে মিশনটি নিয়ে একটা কথাও উল্লেখই করা হয়নি।

বাজেটে প্রাকৃতিক চাষের উপযোগী সার, কীটরোধক তৈরির জন্য বায়ো-ইনপুট রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ১০ হাজার এরকম ছোটখাট বায়ো-ইনপুট রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হবে। এদের নিয়ে একটি জাতীয় স্তরের ক্ষুদ্র সার ও কীটরোধক নেটওয়ার্ক তৈরি করার কথা বলা হয়েছে।

রাসায়নিক নির্ভর চাষ থেকে জৈব চাষে ফিরতে চাষিদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে ধারণার অভাব, মানসম্পন্ন জৈব সামগ্রীর অভাব, ন্যায্য ও লাভজনক দাম পাওয়ার সমস্যা আর বাজারে অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব।

স্টেট অব বায়োফার্টিলাইজার অ্যান্ড অর্গানিক ফার্টিলাইজার ইন ইন্ডিয়া নামে একটি সমীক্ষায় দেশে জৈব সার এবং অন্যান্য জৈব সামগ্রীর দুর্বল অবস্থা তুলে ধরেছে। আর তাই জৈব বা প্রাকৃতিক চাষে চাষিদের সহায়তা করার জন্য বায়ো-ইনপুট রিসোর্স সেন্টারের খুব প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রী ওপরের সমীক্ষা মতো সে কথাই বাজেট ভাষণে বলেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো অর্থই বরাদ্দ করা হয়নি।

প্রকৃতির পুনরুদ্ধার, এ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি আর পুষ্টির উন্নতির জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি হল পিএম-প্রণাম। এই প্রকল্পের অধীনে, রাজ্যগুলিকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে উৎসাহিত করা হবে। কোনো রাজ্য এই কর্মসূচি নিলে রাসায়নিক সারের ভরতুকির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যতটা খরচ কম হবে, তার কিছু অংশ রাজ্য বা তার সংস্থা পাবে। এই টাকা দিয়ে তারা জৈব সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু যে রাজ্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করবে না তাদের তো রাসায়নিক সারের দাম, ভরতুকির অর্থ এবং উৎসাহ ভাতা দেওয়া দরকার। কিন্তু তা না করে ভরতুকির একটা অংশ রাজ্যকে দেবে। এতে কোন রাজ্য জৈব চাষে উৎসাহিত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হল গোবর্ধন প্রকল্প। এর আওতায় ৫০০টি নতুন 'ওয়েস্ট টু ওয়েলথ' বা বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরির কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে ২০০টি কম্প্রেসড বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং ৩০০টি সামূহিক বা ক্লাস্টার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করবে। এই প্ল্যান্ট তৈরি, তার থেকে জৈবসার সংগ্রহ এবং বিতরণের ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

জোয়ার, বাজরা এবং ছোট দানাশস্য বা মিলেটকে ভারতে শ্রী অন্ন বলে। এই শ্রী অন্ন বা মিলেটের একটি গ্লোবাল হাব ভারতে করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একাজে হায়দ্রাবাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মিলেট রিসার্চ, সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে তা নির্বাচিত হয়েছে। মিলেট চাষে কম জল এবং সার লাগে। এর পাশাপাশি এইসব ফসল স্বাস্থ্যকর। তবে এজন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করা হয়নি।

বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী এগ্রিকালচার অ্যাক্সিলেটর ফান্ড নামে একটি তহবিল তৈরির কথা বলেছেন। যার মাধ্যমে চাষিদের সমস্যা সমাধানের জন্য সৃজনশীল এবং উপযোগী উদ্ভাবনগুলিকে সহায়তা করা হবে। এই ফান্ডের মাধ্যমে কৃষিকাজে আধুনিকীকরণ, উৎপাদন এবং লাভ বৃদ্ধির নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং প্রসারে সহায়তা করা হবে। তবে ফান্ডের ব্যবহার কোন খাতে হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে সরকারের নির্দিষ্টভাবে রাসায়নিক বিষমুক্ত প্রাকৃতিক কৃষির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা দরকার ছিল।

সমবায়গুলিকে সক্ষম করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে মন্ত্রী তার ভাষণে বলেন। সমবায়ের মধ্যে যেহেতু প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি বা প্যাক্সগুলি পড়ে, সেজন্য জৈব বা প্রাকৃতিক চাষিদের বাজার তৈরির কাজে সহায়তার জন্য এই বহুমুখী কৃষি সমবায়গুলিকে যুক্ত করা দরকার। কিন্তু এক্ষেত্রেও কোনো উচ্চবাচ্চ সরকার করেননি।

এর আগে, সরকার ঘোষণা করেছিল যে আমুল, চাষিদের সাহায্যের জন্য তাদের উৎপাদিত প্রাকৃতিক কৃষিপণ্যের বিপণন, সরবরাহের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। কিন্তু এই কর্মসূচি কতটা এগিয়েছে তার কোনো তথ্য এ বছরের বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেননি।

সরকার যে প্রাকৃতিক কৃষিকাজে গুরুত্ব দিচ্ছে তাকে স্বাগত জানাতে হবে। কিন্তু চাষ ও চাষিদের নিয়ে এই সরকারের ভূমিকা খুবই নেতিবাচক। তাই ঘোষণা অনেক হলেও এখনও অবধি সরকারকে ভরসাও খুব একটা করা যাচ্ছে না।

মতামত নিজস্ব

জৈব সারের প্রচার ২৮/৪৫

২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ থেকে সরকার পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা এবং মিশন অর্গানিক ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থ রিজিওনের মত প্রকল্পের মাধ্যমে জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করার জন্য চাষিদের উৎসাহিত

করছে। রাজ্যসভায় এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে চাষিদের জৈব সার ব্যবহার করে জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজে সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়াও উৎপাদিত পণ্যকে বাজারজাত করতেও সাহায্য করা হচ্ছে। এর জন্য চাষিদের নানাভাবে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনায় সুবিধাভোগী চাষিদের ৩ বছরে হেক্টর পিছু ৩০ হাজার টাকা এবং মিশন অর্গানিক ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থ ইস্ট রিজিওনের সুবিধাভোগীরা ৩ বছরে হেক্টর পিছু ৩২,৫০০ টাকা ভরতুকি বাবদ দেওয়া হয়। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজে উৎসাহিত করার জন্য ৬৬৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল বলে মন্ত্রী জানান।

জৈব সার নিয়ে গবেষণা ২৮/৪৬

ইউরিয়া সারের পাশাপাশি জৈব সার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কোনো প্রস্তাব এই মুহূর্তে সরকারের নেই। তবে, সুসংহত পরিপোষক ব্যবস্থাপনা এবং সব ধরনের শস্যের ক্ষেত্রে জৈব সার ব্যবহারের সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক। এই সারে অণুজীবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই অণুজীব মাটি এবং জলে না থাকা পরিপোষক তৈরি করে শস্যের বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ এক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন শস্যের জন্য আলাদা-আলাদা জৈব সার তৈরি করেছে। লক্ষ্য করা গেছে, জৈব সার ব্যবহার করলে ১০-২৫ শতাংশ বেশি শস্য উৎপাদিত হয়। রাসায়নিক সারের তুলনায় জৈব সার সাশ্রয়ী। বর্তমানে ১১ ধরনের জৈব সার ব্যবহারের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালের সার নিয়ন্ত্রণ আদেশনামা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট জৈব সারগুলির গুণমান নিশ্চিত করা হয়েছে। বাজেট অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এসব কথা জানিয়েছেন।

জলাভূমি বিপন্ন ২৮/৪৭

মানুষের উচ্চাকাঙ্খা বৃদ্ধিই পরিবেশ ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ। ক্রমবর্ধমান চাহিদা, গত তিন শতাব্দীতে ৩৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জলাভূমি ধ্বংস হয়েছে। যার মাপ ভারতের আয়তনের চেয়ে বেশি। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের করা নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে, যা এই ফেব্রুয়ারির নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকদের মতে, ১৭০০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বে প্রায় ২১ শতাংশ জলাভূমি হারিয়ে গেছে। আর ভারতে হারিয়েছে ৭৫ শতাংশ। তবে আশার কথা হল, গবেষকরা বলছেন, কিছু এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এখনো বেশিরভাগ জলাভূমি রক্ষা করা সম্ভব।

জলাভূমি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেগুলিকে রামসার সাইট (বা সংরক্ষিত এলাকা) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যেমন পূর্ব কলকাতার জলাভূমি হল একটি রামসার সাইট। সারা বিশ্বে এখনো ১২১ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত বিভিন্ন জলাভূমি। তবে তার মাত্র ১৩ থেকে ১৮ শতাংশ এলাকা রামসার সাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেজ্ঞদের মতে, যে হারে জঙ্গল নষ্ট করা হচ্ছে, তা এর তিনগুণ হারে জলাভূমিগুলি বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ, মাটির নীচে জল সঞ্চালন, কার্বন আধার, জল পরিষ্কার করা এবং জীববৈচিত্র রক্ষার সহায়ক হলেও, জলাভূমিগুলিকে দীর্ঘদিন ধরে অনুৎপাদনশীল এলাকা হিসেবে দেখা হয়। জীববৈচিত্রের দিক থেকেও জলাভূমিগুলি গুরুত্বপূর্ণ । বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ প্রজাতি

জলাভূমিতে বাস করে অথবা তাদের বংশবৃদ্ধির জন্য জলাভূমিকে ব্যবহার করে। এখন এখানকার ২৫ ভাগেরও বেশি জীব বিলুপ্তির মুখে রয়েছে।

জলাভূমি জল পরিষ্কার করে, বন্যা প্রতিরোধ করে এবং শহরের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই জলাভূমি বাঁচানোর চেষ্টা করা খুবই জরুরি। আর স্থানীয় মানুষদের বাদ দিয়ে এই ভূমি সংরক্ষণ সম্ভব নয়।

জোশীমঠের অন্তর্জলী যাত্রা ২৮/৪৮

কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের ১৪ জুলাই ২০২২-এর নোটিশের কথা মনে আছে? হয়তো ভুলে গেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নোটিশে বলা হয়েছিল, সীমান্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ রেখার ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে নির্মিত জাতীয় সড়ক তৈরির জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নিতে হবে না। কারণ এটা দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সে সময় দেশ জুড়ে পরিবেশ কর্মীরা এই নোটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল। তারা বলেছিল নিরাপত্তার নামে এমন সব জায়গায় রাস্তা তৈরি শুরু হবে যেখানে পরিবেশ এবং প্রকৃতি খুবই ভঙ্গুর অবস্থায় আছে, যেমন হিমালয় সংলগ্ন এলাকা। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে, দেশে বেশ কয়েকটি সীমান্তের ধারপাশ দিয়ে সড়ক তৈরির কাজও শুরু হয়েছে।

আপনারা অনেকেই এতদিনে উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠের কথা জেনেছেন। হিমালয় সংলগ্ন এই এলাকায় চারধাম যাওয়ার মহাসড়ক তৈরি হচ্ছে। ভূমি ধ্বংসের কারণে এখানকার বহু মানুষ এখন উদ্বাস্তু। গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোক সরানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সরকার। অনেক বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন, চারধাম মহাসড়ক প্রকল্পটি উত্তরাখণ্ডের ক্রমবর্ধমান ভূমিধ্বংসের পিছনে প্রাথমিক কারণগুলির মধ্যে একটি।

স্বাস্থ্যে আম নয় খাস ২৮/৪৯

গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে কিছুটা স্বস্তি পেতে আমপোড়ার শরবত খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। সরাসরি কিংবা চাটনিতে দিয়েও কাঁচা আম খাওয়া হয়। কিন্তু জানেন কি বাঙালির অতিপ্রিয় এই কাঁচা আম শুধু স্বাদ নয়, খেয়াল রাখে স্বাস্থ্যেরও? দেখে নিন কী কী উপকার মিলতে পারে কাঁচা আম থেকে।

প্রখর তাপের প্রভাব থেকে যে সান স্ট্রোক হয়, তার ঝুঁকি কমায় কাঁচা আম। এই ফল সোডিয়াম, ক্লোরাইড এবং আয়রনের ঘাটতিও পূরণ করে। কাঁচা আমে ভিটামিন সি, ই এবং একাধিক অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। এই উপাদানগুলি শ্বেত রক্ত কণিকার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে ও দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের সমস্যা কমায় কাঁচা আম। এই ফল খাদ্যনালী থেকে বিভিন্ন পাচক উৎসেচকের ক্ষরণ বাড়ায়। অম্বল কমাতে কাঁচা আম চিবিয়ে খাওয়ার চলন রয়েছে। কাঁচা আমে থাকে লুটেইন ও জিয়াজ্যান্থিন। চোখের রেটিনার স্বাস্থ্য রক্ষায় এই দু'টি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট খুবই উপযোগী। পাশাপাশি, কাঁচা আমে থাকে ভিটামিন এ। চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভিটামিন এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কাঁচা আমে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে, তাই এটি মুখের নানারকম ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করতে পারে। স্কার্ভি ও মাড়ি থেকে রক্তপাত কমাতে ব্যবহার করা হয় এই ফলটি।

তবে প্রত্যেকের শরীর ও তার সমস্যা আলাদা। তাই কোনো খাবার একজনের জন্য উপকারী হলেও অন্য কারও শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই যে কোনো খাবার ওষুধ বা পথ্য হিসেবে খেতে হলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু